জলপ্রিজমের গান

মৃদুল মাহবুব

সরলতা, এ কেমন তোমার চাতুরী?

দৃষ্টিবিজ্ঞানের এই গরাদে কে হেসে কথা কয় আমাদের সাথে,
তার জন্য লিখে রাখি গান, মৃত্যুর হতাশ গান

প্রত্ন-ডায়রীর পাতা

১.
এই ঘরে আলো জ্বলে উঠলো সশব্দে, আমি ঘুম থেকে উঠলাম–

ভাবছি আমার কথা। আর রাত হলে হাঁটু ভেঙে বসা একটা আকাশ আমার আরও কাছাকাছি চলে আসে। তারপর আমি আর আকাশ কী ভাবছি, কী! আজ কথা মানেই তো বিষাদ, নিজেকে নিয়ে যা ভাবছি সেসব অদেখা দৃশ্য রূপান্তর;

বহুদূর যাই; বহুদূর। তারপর –

২.
আমাদের অবিনাশী ঘরের ভিতর কথা ছিল পর্যটক একটা সসার এসে নামবে হঠাৎ, আমরা জানিয়ে দিবো ওকে এই দেখছো পৃথিবী, এখানে আমাদের ছায়াগুলো কোনোদিন কথা বলেনি আমাদের সভ্যতার সাথে, অথচ মৃত্যুর পর ওরা মুক্ত বেফাঁস আত্মার মতো উড়ে উড়ে কথা বলে; বলে, প্রতি সূর্যোদয়ে কবরের হাড়গুলো ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কবরের হাড় পৃথিবীর কাঠামো কঙ্কাল, কেননা মৃতদের ভাষাতে পৃথিবী চলছে সফল।

এলো কই! কেউ আসে না এই ঘরে; এমনকি পর্যটক ফ্লাইং সসার; এবার বর্ষায় আবার সিঁড়িঘর দিয়ে গড়িয়ে নামবে জল, বসন্তে আবারও ঝরে যাচ্ছে মেহগনি ফল।

আমাদের ঘরে আজ কোনো প্রতিমার ছবি নেই
অথবা চে গুয়েভারা।

৩.
আজ বিষাদ কাকে বলে জমে ওঠা হে শরীর-পাথর; এই কি নগর-ভাঙা উথাল প্রতাপ হাওয়া, বিপর্যয়, পরিমিতিবোধ। হাঁটা গেলো স্বল্পসংক্ষিপ্ত পথ, অস্তিত্বের দীর্ঘ ছদ্মবেশ, যৌনগন্ধময় রুমালের শুভ্র দেশ। সময় গাধার পিতলের ঘণ্টার শব্দে বোঝা যায় আজ তারা সোনালি সময় পরিবহন করে ফিরে যাচ্ছে ময়ূর-ঘ্রাণের ব্যথায়, গন্ত ব্যহীন, নিরুদ্দেশ শপথের দিকে – কবরের কানের ভিতর।

সমুদ্র বলতে যে দেবতাজ্ঞান তাই ভেঙে ভেসে আসে পাথরের কাছে, নিরুপায় তোমারও দিকে।

বুকের ভিতর নিয়ে চলো মুক্ত পাথর, বিশ্রাম।

৪.

দীপ নিভে গেছে; অন্ধকারে আলোবোধ নিয়ে উল্টে যাচ্ছি ভূবিজ্ঞানের পাতা – কোন দেশে আলাদিনের দৈত্যের সংসার, অথবা বিজন ভূতেদের গ্রাম; সেই অদেখা গ্রামের পথে পথে পড়ে আছে খুলির পাহাড়, পিপাসার মতো মানুষের ঘ্রাণ– এই ধরতেই পাতা আছে অলৌকিক কালোফাঁদ; চলো চুপচাপ মানুষের গন্ধ মুছে ঘুরে আসি ঐসব পথ। যেতে দাও, চলে যাই রেলপথে বহুদূর– মেল এসে গেলো, রেলের স্লিপার থতমত জেগে ওঠে মধ্যরাতে। আর দাঁততোলা রোগী চুষে খাচ্ছে নিজেকে নিজেই, রক্তে ভেসে যাচ্ছে পৃথিবীর সমান্তরাল রেলপথ– কাছে এসে শান্ত হয়ে বসো বিরোধিতা– বসন্তের রক্তহাওয়া থামুক।

৫.

যুদ্ধজয়ের নৈতিক কথা লিখে রাখি, সব পরাজিত নিহত মুখোশ নক্ষত্রের সাথে হেঁটে পার হচ্ছে ছায়াপথ। আজ তারা নরকের ওমে বসে লজ্জিত, বিবেকী মানুষের মতো সদা হাস্যোজ্জ্বল– গ্লানি নেই।

সদর জেলের প্রাচীরে লেখা 'মুক্তি চাই' পড়ে কোনো ঘর পালানো মাতাল এই পথটাকে স্বর্গের বিবর্ণ সিঁড়ি ভেবে উঠে যায় অলীক পাহাড়ে। তারপর দেবশিশুর হারানো বাতাসের লাল বল খুঁজতে খুঁজতে নেশার ভেতর পেয়ে গেলো প্রেমিকার দীঘল চুলের স্মৃতি, মুক্ত উপত্যকা। পূর্বজীবনের সপ্তাহান্তে কেটে ফেলা নখ তলোয়ার হয়ে দেখা দিলো; তুলে নাও, তুলে নাও; প্রথম মুক্তির অস্থিরতা নিয়ে হেঁটে যাও– অদূরেই আছে পিশাচ-পাহাড়, মানবতাহীন উচ্চতার স্বাদ।

৬.

কী হলো জীবনকে অন্য কোনো ঝাপসা ভাষায় অনুবাদ করে! শুধু সংকেত নেমে আসে; মানুষতো চলে যায় এপার ওপার ভিন্নবোধে– এই হলো আজন্ম কষ্ট লঙ্ঘন, অনুতাপে উল্টে ওঠা। সাইরেন বাজে, আমি কি শব্দ হয়ে পার হচ্ছি বিজননগর, রাজকীয় দ্বার।

ঘুমন্ত মানুষকে কতভাবেই না মারা যেতে পারে– হাতুড়ি পেরেক ব্লেড চকমকি পাথরের প্রাচীন কুঠার বালিশ মদের বোতল, এমনকি চিহ্নহীন বরফের ছুরি। স্বপ্নে তাকেও খাওয়ানো যেতে পারে বিষাক্ত দুধের ক্ষীর। যে পাখির ধড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে রক্তগাঢ় জোছনার বিষে চোবনো কুয়াশার হিমেল ধাতব তীর সে আজ ঝোপের আড়ালে পা থেকে খুলছে নখের হিংস্রতা– আমাদের অন্ধকারে হেঁটে এলো সফল নগরপতনের গান, অপূর্ব অনিচ্ছা। ত্বকের নিচেই রক্ত-স্রোতস্বিনী, ঢেউ, নিহত হাঙরের শিরদাঁড়া– ঘষে ঘষে মুছে ফেলা যাক আমার বিষণ্ন কঙ্কালের স্কেচ। ভেসে এসেছ ভাঙন, কোথায় লুকাবো ঝাপসা ভাষা, 'রক্তক্লেদ'।

৭.

আজ আমার আশার অশ্ব কোথায় থামবে তুমি! এই মুহূর্তে যে পাথর ছোড়া হলো সুনীল জলের দিকে– তার সাথে ডুবে যাচ্ছে আঙুলের ছাপ, অপরাধচিহ্ন। চিহ্নহীন হাতে আরও একটা কথা না বলা পাথর নিয়ে হেঁটে যাচ্ছি কালো যমুনার দিকে, আজ যদি বিস্মরণ ঘটে যায় ডুবতে ডুবতে, তবে মাথার উপর শান্ত বিপুল আকাশ হাজারে হাজার নীল পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে কোন অন্ধকারে! শূন্যতার অধিক কোনা নির্জনতায় বসে তারা গেয়ে চলেছে তাদের অবশিষ্ট পরাজিত গান। যে পথের রেখা পার হয়ে গেছে দিগন্তের সিংহদ্বার, সেই পথে এক দ্রুতগামী অশ্বের ছায়ার পা মাড়িয়ে গেলো আমার সাজঘরের রঙ, সোনার মুখোশ।

৮.

কারা আজ স্বপ্ন এঁকে ফিরলে বালির বিছানায়;

সমুদ্র এখন বহুদূর সরে গেছে নির্বেদ গভীরতার দিকে। আর তারা আজও বিকল্পহীন বসে আছে শান্ত বাতাসের পাশ ঘেঁষে – কোনো ঘর আর খালি নেই, চন্দন কাঠের বোতাম ছেঁড়ার শব্দে ধেয়ে আসছে প্লাবন, ভেজা দেহের উপর ছুঁড়ে দিচ্ছে নীল মার্বেল-নিশ্বাস, অন্ধকারের অচিন ফেনা। আর আমরা কোথায় কোথায় খুঁজতে পারি সামান্য আড়াল, ফেলে যেতে পারি বাক্সভর্তি দেবদারু বীজ, নিরাশার মতো উচ্চতা, বেদনা। হে সমুদ্র, বাতিঘর, সংকেতবিহীন যে বধির জাহাজ ভেসে যাচ্ছে নিরুদ্দেশে, তাকে নিয়ে চলো সবুজ রহস্যময় ঔষধি বৃক্ষের আরোগ্য আশ্রমে; প্রবাল সবুজ দ্বীপে।

৯.

চুপ হয়ে আছি। আজকাল হাঁটছি না। স্থির মোমশিখার দমকা হাওয়ায় কেঁপে ওঠা কম্পিত আলোর মতো আমার ধ্রুবক তাপমাত্রা ওঠে আর বাড়ে। আর গোপন কথায় ভরে ওঠা নীতিপ্রবণ হৃদয়, ঘুমের ভেতর ঢুকে যায় বরফের ঘরে, সেই ঘর শুভ্র, শীতল, দমবন্ধ, কম্পমান, সর্বদা গলতে থাকা নিঃসহায়।

হাওয়ায় যে ঢেউ ছিল আজ, এখন তা থেমে গেলো মৃত্যুর মায়াবী স্তব্ধতায়।

চিনতে পারিনি কারা যেন মুঠো মুঠো মাটি ফেলে চলে গেলো। আর সাড়ে তিন হাত মাটির গভীর থেকে, আমার গোপন-কথা-বীজ থেকে বেড়ে ওঠা বৃক্ষপত্রের সংকেত শিখে নিচ্ছে পাখি।

তোমারও কী বোঝার কোনো দায় ছিল না, মানুষ!

কাছিমের গ্রাম

১.

অনুকম্পাহীন হে সময়, আমি তোমার গভীরে দেখি মুক্ত আশা আর বিফল বিষাদ।

ভাবি চলে যাই কোনো পরিচয়হীন নিরক্ষর মহিলার পিছু পিছু; মাইল মাইল জাফরান বন আর ছত্রাক-বাগান পার হয়ে তাঁর যে বিস্মরণের মুগ্ধ লীথি– সেই কিনারায় দাঁড়িয়েছি আজ একা। স্রোতে ভেসে যাচ্ছে অগণন লাল রাজহাঁস, সবুজ গোলাব আর পাতার প্রাসাদ।

সেই প্রাসাদের গভীর গোপন ঘরে সাধনার সুর ধুলো হয়ে পড়ে আছে, মাত্র এই হলো পূর্বজন্মস্মৃতি। পাথরের বাটির ভেতর তোমার আমার রক্তের না মেশা বিহ্বলতা, তার পাশে বসে আছে বনেদি লাজুক অলস বিড়াল, আর্তঘুম। দেয়ালে ঝুলানো আয়নার ভেতর আমার অমর বিম্ব ফেলে চলে যাচ্ছি যৌনগন্ধি পাহাড়ের শানুদেশে, সেখানে ঘুমন্ত অজগরের পিঠে লিখে যাবো– এই ভুল ভূগোলের শেষে অন্ধকারে নিভে আছে দিগন্ত-উজ্জ্বল ছায়া।

২.

হে ধূলট তাঁতকল– নেই আর কোনো অন্ধকার, স্মৃতিবোধ্য। মাত্র গুনগুন মেশিনের প্রাণ জেগে আছে দিবাসারারাত্রি। আত্মার ফাঁপানো বেলুনের সাথে উড়ে যায় অদৃশ্য কপোত; পড়ে আছে শুধু কর্মদক্ষ মানুষচাতুরী– এক হাতের তালির ইচ্ছা, হলাহল ।

শব্দ সে হলো হাওয়াসমুদ্রের ভাঙা ঢেউ, অগণন, নোনা। মাইল মাইল খুলি আর হাড়-পাথরের অনুর্বর দেশ পার হতে হতে সে আর কোথায় হারাবে এ হতাশ বেদনাদেহ।

যে শরীর থেকে খসে গেছে লজ্জাবর্ম, রক্ত, হলুদ মগজ; সেই সব পিতলের গলকম্পন উত্থিত নব নব হতাশ নিঃশ্বাসে হাওয়াসমুদ্রে ধেয়ে আসে তরঙ্গবিক্ষোভ, অশ্বারোহী, যুদ্ধসাজ; পিপাসার ঢেউ-এ ভাঙা সফেনযানে কে তুমি ভেসে যাচ্ছো প্রাণ হে, কার পিছু পিছু–

বসন্ত প্রহরী চলে গেছে বনের গভীরে, তবু ফুল ফুটলো আজও আমাদের টবে।

৩.

ময়ূরের রং দেখে ভুল হয়।

ছ'পাওয়ালা ঘোড়ার দেশ হতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি নভোছক; মর্মবীণা ভুল সুরে বেজে যাও এই সঙ্গীত সন্ধ্যার বিদ্যালয়ে। চিরসূর্যহীন অনন্ত নক্ষত্র আলোয় গান গাইছে বধির।

ফেলে গেছি আমার বন্দুক, অব্যর্থ মুদ্রণযন্ত্র, টেলিস্কোপ, ধাতুবিদ্যা আর পুষ্পবাজারের স্যাঁতস্যাঁতে কামার্ত নিরালা-গন্ধ চাবিরিং। পাথরের মূর্তির পেটের ভেতর কেনবা রেখে এলাম গুপ্ত পথসংকেত। আপেল নিজেই আজ কেটে পরে আছে তোমার রসুইঘরে একা, এ হলো আশ্চর্য নির্বাণ উপহার– ঐ সূর্যের মতো ইশারাইঙ্গিতময়, ধূর্ত।

আকাশ ঘুমন্ত মানুষের মতো আবহাওয়া সংবাদহীন, বার্তাবহ– ত্বকে এঁকে দিচ্ছে মাকড়সা জালের যুদ্ধপোশাক, বিবেকব্যথা। ময়ূর হে, কোন দেশে আপেল-বনে পিতল-কুঠার কেটে গেলো সহস্র বীথিকাশব্দ।

৪.

ঘোড়া, মজ্জাহীন শব্দবোধক এই পদ বহু বহু হিমযুগ ঘুমিয়ে কাটালো পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

সে আজ হঠাৎ মিথ্যা মিথ্যা শব্দাল্পনার ভেতর থেকে সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ালো জ্যান্ত ঘোড়ার মতো। বহু আলোকযুগের জমানো লাফে পার হয়ে গেলো ডানাওয়ালা উড়ন্ত বরফের শুভ্র নদী।

আর আমি তোমার শ্বাসমূলের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছি বাতাসের সরু দড়ি, লাইলন গিঁট, বাঁকাচন্দ্র বর্শি, ব্যথা, উচাটন মন, পরিতাপ। সোনার সুতোয় বোনা জোছনা চাদরে পড়ে থাকা এই মধ্যরাতের আস্তাবলে একা শুয়ে আছে সহিসের কথাবলা মুখহীন বাঁশিদণ্ড আর সময় হারানো বিকল ঘড়ি। এই ব্যর্থ যন্ত্র, নিষ্ফলতা, গোপন বাজনাজ্ঞান, পড়ে থাকা হাহাকার, বিদ্যাভাস সমুদ্র ঢেউয়ের মতো অতিরঞ্জিত, সশব্দ– এই সচল ঘড়ির দেশে।

ঘোড়া-মূত্রের গন্ধে ভরা এই নৈশস্কুলে, তোমার ফোটানো শরীর ছাতায়, জীব থেকে বস্তু হয়ে বৃষ্টিশাবলের ছদ্ম পতনের ভারে ঝরে মিশে যাই গভীর নিরর্থ রসাতলে।

৫.

মানুষ, কবর থেকে কেন লিখে পাঠালে মিতালিপত্র

আমি সম্ভাবনাহীন। তোমার পড়ার ঘর থেকে কাঠপেন্সিল চুরির দায়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলে পচা গাজরের স্বাদে ভরা পৃথিবীর পথে। আর পানি খেতে গিয়ে গিলে ফেলেছি অজান্তে প্লাস্টিকের নীল প্রগাঢ় বোতল, জলতাপ; এমন তৃষ্ণার জন্য কার কাছে ক্ষমা চাবো, বলো। জানালায় এসে গেছে লটারিবিক্রেতা আর ভাগ্যের দস্তানাপরা তন্ত্রমন্ত্র হাত। নদীকেই ভেবো যৌনসঙ্গী, না হলে এ তোমার নির্লজ্জ অপচয়।

৬.

টেবিলের ওপাশে তুমি বসেছিলে না এমন কোনোদিন

সম্ভাব্যতার অদৃশ্য চোখ যেনো দেখে ফেলি– দৃশ্যের বাইরে জন্ম নিচ্ছি প্রতিদিন সরে সরে যাচ্ছি প্রাণ হতে দূরে আর ভাবি কেন্দ্রহীন বৃত্তের জ্যামিতি কেমন নির্দোষ হতে পারে। বনের ভেতর হতে কে তুমি বেরিয়ে এলে অন্ধকারে আমিষতন্তুর উষ্ণ তুলতুলে বল হাতে, বোঝা গেলো না এমন সংকেত চাতুর্য, রক্তজঙ্ঘা, অনুগ্রহ– এই কি মঙ্গলদীপ? দৃশ্য-অদৃশ্যের বিকল্প বিজ্ঞানভবনে আমার কঙ্কাল পুড়িয়ে দিয়ে, মাত্র মাংস-মগজ-কামনা-চামড়ার লোমশ কিম্ভূত একজন বুকেহাঁটা মানুষের ছদ্মবেশে চলে যাচ্ছি সুনীল সমুদ্র-হতাশার দিকে। এখানে অনন্ত স্বপ্নের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে জেগে উঠে ডাক দিবো, হেঁকে যাবো, "কুহকী বাস্তব।" সংখ্যাহীন কাছিমের ঠাণ্ডা পা আমার বুক টপকে নিশ্চুপ চলে যাচ্ছে ঐ আঁধার গ্রামের দিকে– যেনো আমি কেউ নই, ছিলাম না কোনোদিন টেবিলের ওপাশে এমন।

এই চোখই দেখছে আমার পিচ্ছিল নবজন্ম, নতুন অধ্যায়।

রেডিও সিরিজ

১.

হে রেডিও, আমার প্রাণের ভেতর হতে তাড়িয়ে এনেছো এই জেব্রা জবাই, আহত দৃশ্য– ভাঙা তোমার করুণ স্বর তাই।

আর মধ্যরাতের অধৈর্য বাতাস বেয়ে সময়ের দিকে উঠে যাচ্ছে অস্থির শামুক; খোলসের গুরুভার, জীবনের ওজন, মাধুর্য, হাভাব, বেপথ এই রাতেই কী পার হয়ে যাবে আকাশের অদ্বিতীয় নক্ষত্রখচিত জ্বলজ্বলে স্তর, প্রজ্ঞাবৃক্ষ। যে আমি দাঁড়িয়ে আছি পাথরপাত্রের ভেতর তা আজ ভরে গেছে রক্তে, অক্ষত শরীর থেকে কিভাবে যে এত রক্ত বেরিয়ে আসছে– একাই উতরে গেলো ত্বকের প্রেক্ষাগৃহের দরজা, গাঢ়রঙ, আড্ডা, মাতালের শিস, হাসি, বিষণ্ন নিরীহ সুর, কামনা, সংলাপ।

প্রশান্ত নদীর পাড়ে শুয়ে আছি। জল আজ ধীরে ধীরে আলোসুতোর মায়াবী পথ ধরে ঐ পাহাড়ের দিকে চোখের আড়ালে তার শীতল তন্তুর পোশাক ছেড়ে আমাকেও ডাক দিচ্ছে বৃষ্টিশাবলের মতো পৃথিবীর দিকে ছুটে যেতে।

শিশুশামুক, অজানা ঐ কীটরাজ্যে বরং তোমার সাথেই যাওয়া ভালো । লাখো জেব্রার পিঠের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে নিজের প্রথম নাম ভুলে যেতে যেতে রক্তগন্ধ ছড়ানো আমার দেহ তুলে দেব ক্ষুধার্ত সোনালি ঈগলের ঘরে।

২.

এই করুণার দিকে তাকাও বেলুন, তোমার ভেতর বেহিসাবি নিরর্থ ফুঁ দিয়ে আমি দেখলাম নক্ষত্র বদলে নিচ্ছে তার পথ, পরিক্রমা। এমন দৃশ্যের পর কেঁদে ফেলা যায়। শূন্যতা সেও কী আজ আর নেই! এই তবে ব্যথা? মহাপতঙ্গের নীল ডানা এই আকাশ আমার, তোমার ভেতর হতে রেডিওওয়েভ হয়ে আলোর গতিতে ফিরে এসে সুর হয়ে ভেঙে পড়ছি অদৃশ্যে, পৃথিবীর ধূসর সন্ধ্যায় নিজের স্নায়ুর কানে; ঠিক আর দেখা হলো না নিখুঁত পতনের ক্ষত, আমাদের হাওয়ায় ছড়ানো পিষ্ট খুলি এমনই করুণ, অচেনা।

৩.

অন্ধকারে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া বিহ্বল সাদা উট তোমার উজ্জ্বল দেহ আজ দেখা গেলো সুরের আভায়।

ছাল ওঠা রক্তিম কার্পেট– এই হলো স্বপ্নের বাহন, তাতে চড়ে মাতালেরা ঘরে ফেরে, কথা কয়। রাত আরও গভীরে এসে ঘুমিয়ে গেলে দেখা হয় সময়হীন এক দেশ; সেখানে আহত সময়ের ভাঙা লাঠির প্রহরা ছাড়া ভূগোলের দিকে হেঁটে আসে ম্যামথের দেহ, তার ক্ষুধা, মৃতের মিছিল; ফল আর নিজেকে এভাবে ধরে না রাখতে পেরে খসে পড়ছে মাটিতে, বাতাসের প্রতিটি অদৃশ্য কণা ঝরে গেছে ফুলের জ্যামিতি হয়ে। হয়তো ঘুমিয়ে পড়া রাত্রির চোখের ভেতর গোপনে তারা স্বপ্ন দেখে– একটা যন্ত্রের নাভির ভেতর উড়ে যায় হাওয়া সংবাদ, উচ্ছল হাততালির সুসময়ে খসে পড়া আঙুল লাফিয়ে ওঠে শূন্য ভেজা শীতল বাতাসে। সময়-বিরহ-শূন্যতা-বেদনাহীন এই দেহ, তুমি ভেসে যাও আজ উড়ন্ত শবের মতো একা; অন্ধকারে বসে থাকো বোবা রূপসীর যাতনার পাশে।

অগণন বেলুন উড়ে যাচ্ছে অন্ধকারে হলুদ স্বর্গের দিকে। দেখে যাচ্ছি সব।

৪.

সবুজ আপেল, কেন আজ পড়ে আছো ভেজা মাটির উপর; তোমাকে তো কাল দেখলাম এই ছিঁড়ে পড়ার নির্লজ্জ ব্যথা থেকে উড়ে যেতে পাতার আড়ালে, তোমার বৃন্তঠিকানায় পুনরায়।

এমন মায়াবী কুহকের পর আর কি বলা যাবে এই হলাম আমি, সত্য আমি, এই হলো আমার সত্য বরফ, শুভ্র উজ্জ্বলতা, এ হলো শীতল জলের নিথর কম্পহীন মাথাকাটা ধড়। কিছুই হলো না আপেল, তোমার এই ভ্রান্ত পড়ে থাকায় এভাবে।

যেকোনো ঘরের দিকে চলে গেছে পোস্টম্যান আর তার ভাঙাসাইকেল, তার ধাতব শব্দের সুরহীন চলনে বিরক্ত হাওয়া একে একে খুলে দিচ্ছে সমস্ত ঘরের কারুকর্মময় অদৃশ্য দরজা। সেই দৃশ্যহীন খোলা ঘরে, প্রাণের ভেতর বয়ে এনেছে মদের লাল রং; পরীদের দেশ থেকে কেটে আসা নীল ঘুড়ি, তাতে লেগে আছে মোলায়েম ডানার পশম, কামনার মতো গোলাপি, দীর্ঘশ্বাসময়– এই হলো তার সংকেত-চাতুর্যে ভরা চিঠি আমাদের লাল ঘরের অজানা ঠিকানায়। পোস্টম্যান, পোস্টম্যান; তার যাদুসাইকেলে চলে গেছি রক্ত, ঘাম আর ক্ষুধা চলার পথে, দেহের ভেতর অন্ধকারে, অর্ধপচা বাষ্পওঠা টগবগে কাচা মাংসে, হাড়ে, রগ নালিকায়, এই ভাঙাসাইকেল বেশি দূর যাবে না আর তোমার ভেতর।

রোজ রোজ একই সাবান ঘষে ঘষে ক্লান্ত, বাদামি ত্বকের ঘ্রাণ পাল্টে বাগানের পাশে ফুলকেও আমি বিভ্রান্ত করে দিবো আজ, জোছনার গাঢ় আলোর তরলে ডুবে থাকা পৃথিবীর তলদেশ থেকে বন্ধদম উঠে যাচ্ছি হাওয়ামণ্ডল ভেদ করে রূপারঙ আকাশেরও ওপাশে, শূন্যতায়।

সমুদ্র ইতিহাস

পদশব্দের অতলে লেখা আছে বুদ্ধের বিনয়ী নাম। এক ঝাঁক সাদা রাজহাঁস বসে আছে অসীম জলের আলোকিত প্রান্তে; নৃত্য মানে মহাকাশ ঘুরে ঘুরে মুদ্রা শেখা, মহাসমুদ্রের নোনা বোধে নীলাভ শৈবাল এই রহস্যের কিছু না বুঝেই তলিয়ে যাচ্ছে জলের অতলান্তে– মূলত আমার মাথার ভেতর ঘটে যায় এই সব।

বহু জাহাজের কুশল কম্পাসকাঁটা, মানচিত্র পাশ ফেলে চলে গেলো অক্টোপাস, নীলতিমি। প্রসূতির তলপেটে জল-সমাধির তীর্থ হতে লবণের হাড় নিয়ে ফিরে আসে শিশু– জন্মবৃত্ত, চক্রে চক্রে ফিরে আসে আত্মার গাঢ় নীল রাধিঁকা-কীর্তন– এমন অনেক সমরূপী নাম। ঘটে যায় বিবর্তন, স্বপ্নসমীক্ষণ; হেঁটে যায় মাইল মাইল সময়ের আঁশকাটা। আমার মাথায় বসে আছে সমুদ্র ইতিহাসের জলদস্যু, ভাঙাছাঁচ। সমুদ্রজলের বিপুল ওজন নিয়ে এসেছি ড্রয়িং রুমে, কথা বলছি, বলছি ঘুম না হওয়া রাতের হাওয়া বেশ সফলতা নিয়ে জোছনার শাড়িতে দাবড়ে লাগালো যৌনদাগ, স্তন থেকে জখমের দাগ উড়ে যাচ্ছে বন-ময়ূরের বেশে, সমুদ্রজলের বিপুল জলের ওজন নিয়ে বসে আছি কনফারেন্সের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে, হেঁটে গেছি আর্ট গ্যালারির ঘষামাজা ব্রিটিশ তাড়ানো এক প্রবীণ ল্যাম্পপোস্টের নির্জনতার ভারতবর্ষে, চকচকে মাতাল নারীর প্রস্রাবের উগ্র অ্যামোনিয়া ঘ্রাণ, বেজে চলেছে বেসুরো জ্যাজ– গীতপতনের শব্দে ভেসে যাচ্ছে প্রাণ হে আমার। নিজের পা গিলতে গিলতে এই দেহ এক বৃত্ত হয়ে যায়, বিষাক্ত সাপের তেলতেলে লেজ কামড়ানো লোকটি দেখতে পায় পায়ুপথ দিয়ে বের হচ্ছে হাঁটুর কঙ্কাল, নৈব্যক্তিক মনোরোগ। প্রতিদিন চিরুনির দাঁতে উঠে আসে দু'একটি মগজের শিরা।

নিত্যতার বহু পাঠ বাকি। বাদুড়ের গুহাবিদ্যালয়ে পড়ে আছে উপস্থিতির উজ্জ্বল খাত। বাতাসের ব্ল্যাকবোর্ডে শীতকাল মুছে দিচ্ছে পাতার ডাস্টার। আর আলো রশ্মিতলে বিরল চাকার জুতো পায়ে এক দেবশিশুর রুমাল আকাশের ঘাম মুছে দিলো,

আজ বৃষ্টি না হওয়া দিন।

কৃষ্ণগহ্বরে অদৃশ্য দার্শনিক চকে লিখে যাচ্ছি অলৌকিকতার সহজ না-পাঠ। সূর্য থেকে লাফিয়ে নেমেছি মাটিবর্তী নিসর্গ-ভূগোলে, অঙ্গার শরীর ছিল আলোহীন, রক্তশূন্য। আর মেহগনি ফলফাটা বীজের ঘূর্ণির পিছে শূন্যতার পরিমাপ নেমে এলো সুতোছেঁড়া প্রযুক্তির যন্ত্রে – সম্মুখে ঘটে চলে বিগব্যাং – স্বপ্রজন্ম বিস্তারণ।

তোমাদের বাড়ি আর কত দূরেই বা! ঠিক পৌঁছে যাবো ডিনারের আগে। সূর্যাস্ত সন্ধ্যায়, মাথার ভিতর তোমাকেই পৌঁছে দেই অরগাজমের বিষমোহে– আমি বসে আছি ইনভার্স পৃথিবীর অনুকল্পে, বসে আছি মস্তিষ্কের এক দীর্ঘ রাজপথে। পথ হেঁটে যাচ্ছে, পথ ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে কানের শরীরে, আরও আঁধার পথ হেঁটে আসছে আমার দিকে– ধীরে ধীরে আমি হয়ে যাই সহস্র রাস্তার মোড়। এমনই এক মোড় তোমার ড্রয়িংরুম– বসে আছি আমি।

ও ঘরের কেনো এক দেওয়ালে সম্পর্কের মাকড়সার জাল জীবন্ত বড়পোকার ভরে ছিঁড়ে পড়ে স্যাঁতস্যাঁতে মেঝের জঞ্জালে। আর আরও কোনো রাত্রির পাশে অন্ধকার পোড়ায় রঙিন মোম– রুপান্তরিত মৌচাক; বনভূমির নির্জনতাই পুড়ে যায় বারবার।

আমাদের শীতের ভূগোল

লোহার যৌবন পড়ে আছে, আছে এক নারী পেণ্ডলাম; তার সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের উপর ধুলো হয়ে জমে আছে রাত্রি-অভিযান, অন্ধচোখ, পরিতাপ, কামনা-পেরেক, অবাধ্যতা, বিস্মরণ, ভুল ভাষা; মনোহর প্রেম

> কিছু আজ বলে যাও– আমি ফেলে যাচ্ছি সেই সব অনাবিস্কৃত নির্জীব পথ যেখানে ছিলাম না কোনোদিন; জ্যামিতির পরিমাপ আর জেদ নিয়ে যেয়ো সেই মাটির শীতল বালিশ আর জামপাতার বিছানা অব্দি, যেখানে আমার মুখে মুখ রাখবে শবভুক সাঙের শেয়াল; আমার শীতল অস্থির আঁধারে ঢুকে যাচ্ছে তোমাদের পদছাপ, পথের ঠিকানা, অজগর ছায়াপথ; আর মেঘের ওপাশে পড়ে আছে মাত্র ধূসর আকাশ।

আমি উঠে গেছি এক বসন্ত পাহাড়ে মৌল সূত্রহীন একাএকা আঁধারে আঁধারে, এখানে কফিন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাজারে হাজার নাগরিক ফুল, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মৃত্যুশোক, বিরোধ-বিষাদ। এই স্বর্গের পাহাড়ে চিররাত্রি বসে ঘুমিয়ে পড়েছে; আগুন ডানার পাখি উড়ে যায়, তারা আজ নিভে বসে আছে রক্তহৃদয়ে ভূমিকাহীন। আর কী বা লিখে যেতে পারি–

যদি এই শূন্য রাতই কথা বলবে একা, তবে কেনো আর জেগে আছি স্বর্গের পাহাড়ে, মাটির গভীরে কোনো হৃদয়ের কাছে, ফসিল পাখির ডানার শীতে শুয়ে থাকি, পাথরপেশীর কাছে রাখা থাক মনস্তাপ, আস্তিত্বের মতো দুঃখ। জানা নেই এই পতনের প্রতিরোধ, সুসাহস, বিরাগ সঙ্গীত।

মানুষ একাকী এক মিথ

কলম যা লিখছে তা অনুযোগ– বৃথা বাঁচার আরও এক স্বপ্নদেশ
ব্যাকরণ স্কুলে সাদা চকে লেখা আমার সমস্ত স্বপ্ন
ব্লাকবোর্ডের মতো কালো, ব্লাকহোল; পারবো না–

অথচ উড়ন্ত গালিচায় চড়ে রূপকথার যে পৃথিবী তাও মিথ্যে বলে মনে হয়
মনে হয় প্রেমিকার চিঠি আর শরীরী অঘ্রাণ
সবুজ পাহাড়।
মৃত মা-মাছের চারপাশে
শিশুমাছগুলোর মায়াবী চোখ খুব স্থির, অনুভূতিহীন

হরিণীরাতে উনুনে পুড়ছে চন্দ্রালোক ঠগ্‌বগ্‌,
কাঁচা কমলার বনে রঙিন প্রজাপতি উড়ে উড়ে
সূর্য নেভায় প্রতাপে, নিঝুম রাতে জোনাকপোড়া ঝোপ
আমারই মতো চুপচাপ

অথচ উড়ন্ত গালিচায় চড়ে রূপকথার যে পৃথিবী তাও মিথ্যে বলে মনে হয়
মনে হয় বিশ্ব কবিতাসমগ্র তোর চন্দন টিপেই লেখা আছে
পড়তে গেলেই মুছে দিবি– ধুয়ে দিবি খেয়ালে বৃষ্টিতে ভিজে
পৃথিবীতে সূর্যের ধারণাই কারো নেই– এ এমন এক নষ্ট মানচিত্রে
ঠাসা রক্ত-ইতিহাস, পচা মাংসের বর্তমান, দাউ দাউ ভবিষ্যত–
এমন কি অনুজীবহীন;
আর মানুষ একাকী এক মিথ।

কেবল আছে মাটির অনুভব– মধ্যাকর্ষণজনিত, অনুভূতিহীন
স্যাঁতস্যাঁতে হিম সর্পশীতল বিক্ষত মাটি–
হাঁটলেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে কেঁচোর উত্থান– এ মাটি ওদের জন্ম জন্ম
ক্ষত চোখে পুঁজ আর আমিষী হলদে পোকা, কি দেখবো–
হাত গাছের ডালের মতো বাজে পোড়া– দু'একটি ফুল তবু যদি ফোটে কোনো বর্ষায়,
এমন আশা নেই, আকাশও তোমার দখলে, মেঘ হবে কিসে!
পৃথিবীতে সূর্যের ধারণাই কারো নেই– এ এমন এক নষ্ট মানচিত্র
কোনো পাখি নেই, এমনকি মৃত পালকের ঘ্রাণ– উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে

ওরা নেমে আসবে অনেক দূর কোনো আকাশ থেকে– অনন্তের আলো ছুঁয়ে,

বাঁচা মানে মৃত্যুকে পরখ করা নয়,
আত্মহত্যার প্রস্তুতি।

এ এমন এক সবুজ গ্রহের গল্প– শিশুটি কামড়ে ধরেছে মায়ের স্তন,
রক্ত খেলো– খেয়ে নিলো– তারপর আজন্ম অভুক্ত–
বাতাসে তেলাপোকা ডানার মিহি ডায়নামিক আওয়াজ।
শকুনের পায়ে দড়ি বেঁধে ঘুড়ি উড়ানো খেলছে মনুশিশু,
সেই আজন্ম অভুক্ত শিশু
এ তো আমার চোখ ধাঁধানো উচ্ছল সমকাল–
এ শহর মৃত নদী, নুয়ে পড়া পাড়, আর তুমি এক মিডিয়া বালিকা
শরীরের রূপো দিয়ে সোনা হীরা সবই মিলছে আজকাল
যে ঘরের আকাশের সাথে যোগ, সে ঘরে অভাব বাড়ে
কত অজানারে জানাইলে তুমি – টয়লেটে সুগন্ধি সাবান আছে জীবাণুনাশক;
কিন্তু রমণের পর তুমি স্নান করার সময় পাচ্ছ না
এখনই নাচতে হবে– বহু সাবান এখনো অবিক্রি গুদামে

নাচ মেরে জান, নাচ নাচ–

কেউ নেই পাশে, কেউ নেই–
আলো ছায়া, আলো ছায়া, ঘরে ফিরছি একাকী
বহু রাত বহু রাত আমি জানি, দুঃখ বুঝি;
আমিও কারও কারও মত বিকেলে বাগানে-হাঁটা মানুষ, বিবেকী,
বরফের মত ক্রমশ গলতে থাকা, নিম্নমুখী, গতিবিজ্ঞানময়, নির্জনে অধোগামী;
আমার ছায়ার শরীর বেয়ে ওঠে স্বর্ণলতা,
কেনো কোনো দিন দেহের ছায়ায় ঝুলে পড়ে বাস্তব মৌচাক,
সত্যমিথ্যাময় পাঁড়মাতালের মত এমনকি ঘোরের ভেতর কোনোদিন খুঁজে পাই নি সঠিক দরজা;
স্পষ্টত স্বচ্ছ জলের অ্যাকুরিয়াম থেতে দুর্লভ মাছের হাতনাড়া বিদায় সম্ভাষণে
মার্বেল দিয়ে গড়া মানুষের মত ধ্বসে ছুটে যাই দিগ্বিদিক,
তাও তবু যাওয়া হলো সবদিকে, সর্বমুখে,
ধর গান, ধর আনন্দসঙ্গীত।

এ এমন এক পৃথিবী, এ এমন এক রূপকথা

একটা চুল্লির কথা ভাবি যেখানে চাঁদের আলো পুড়ছে অদৃশ্যে
একটা চিম্নীর কথা ভাবি যেখানে সূর্যালোক ধোঁয়া হয়ে উড়ছে
একটু নিজের কথা ভাবি যা সমকালীন অথচ প্রাগৈতিহাসিক

পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সঙ্গম পাগল
সুন্দর নারীর স্তন পিয়াসী কুকুরমূর্খ
বলা ভালো এ আমার আত্মপ্রতিকৃতি– পাথরফলক, সব দায়ভার

সূর্য দেবতার মতো সব দেখছে শুনছে,
গর্ভের শিশুর নড়ে ওঠা– জন্মভীতি,
বিস্মিত কুমারী মা'র অনুভব জড়িয়ে পড়ছে কাল্পনিককালে
আমি সময় মাপতে মোম জ্বেলে বসে আছি,
জল জমানো কলস ভেঙে বসে আছি তৃষ্ণাহীন
আমি বসে আছি, বসে আছি তো আছিই দীর্ঘদিন–

এই আলো কোনো আলো নয় জানি, আকাশী চাদর মোড়া তারা
যদিও আলোহীন তবু অনুভূত; এবং বিশদ ক্লান্ত ঘুমে অকাতর;
বন্ধু, তুমি উড়তে চলেছো সমুদ্র পাখির সাথে,
কী ঠোঁটে ফিরবে? নীলিমার তৃষ্ণা নিয়ে ব্যাকুল কাতর,
তোমার শাড়ির পাড়ে ময়ূর পালক রঙ, রংধনু নুপুর বাজছে পায়ে
শুভদিন– শুভদিন
কি দারুণ শুভদিন!

আর পুরনো মন্দির যে গাম্ভীর্যে নিথর, চুপচাপ
সমস্ত দিনের গিলে ফেলা তাপ বিকিরণ করে শীতল বাতাসে
তেমনি আমার ক্ষয়, ভয়ল– অক্ষয়, অভয়
তেমনি উগলে ফেলি প্রশিক্ষিত ব্যাতিচার তোমার সমীপে,

ক্ষয়, ভয়– অক্ষয়, অভয়

কি যেনো নেই, কি যেনো নেই, না হয় ছায়াকে প্রণাম করবো রোজ
চুরচুর ভাঙা আয়নায় মুখ দেখবো কতটা ভেঙে গেছে কাঙাল স্পন্দিত ছায়া
আমার ছায়ার ছায়া রক্ত মাংসের এই আমি
ছায়াটির আরও বেশি স্বচ্ছ চোখ

আরও বেশি অস্বীকার।
পা'ই শুধু হেঁটে চলেছে আমার সাথে ছন্দহীন;
মাথার উপর ছিল এক চাঁদ– বুড়িচাঁদ;
চাঁদের বুকের সেলাইবুড়ির সুতোর টানে
উল্টে যাচ্ছে সামুদ্রিক নোনা জল– জল বুঝি তৃষ্ণা মেটাবে চাঁদের,
মহাসমুদ্রের গভীরে লুকানো শৈবাল শুক্রানু
ভেসে যাচ্ছে জল হাতড়ে জলজ মিলনের মধুপূর্ণিমায়,
সৈকতের বালুতে লুকানো কচ্ছপ শিশুটি দিলো প্রথম সাঁতার
এক শুভ পৃথিবীর ভর নিয়ে বুকে

আকাশে কোথাও তারা ছিল না
গাছে গাছে ফুঁটেছে সপ্তর্ষি ফুল
কল্পবৃক্ষের বনে চন্দ্রালোক থেকে নামছে রঙিন প্রজাপতি
জোনাকি চলেছে মহাকাশে নক্ষত্রের সাজে,
আজ নক্ষত্রী স্বাতীর বিয়ে
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজ আমার পৃথিবী–

যতদূর চোখ যায় সজীব পার্থিব; সাধারণ– আমার মা'র মত।

জলপ্রিজমের গান

চাক ছেড়ে হঠাৎ উড়াল দিলো বাতাস যেদিকে বয়
উঁচু মগডালে পড়ে আছে শুভ্র মোমের রূপালি ঘর
নির্লিপ্ত চতুরবসন্তের বহুদিন পর বৃষ্টি এলো
মৌচাক থেকে চুঁইয়ে পড়ছে মধু নয়,
ফোঁটা ফোঁটা সপ্তবর্ণ জলের প্রিজম

শেষ মধু চুষে উড়ে গেলো মিথিলার সোনালি মৌমাছি,
ফুল পরাগের ঘ্রাণ নিয়ে বসে আছে
আমার জন্মান্ধ চোখের কিনারে,
অথবা তুমিও চোখ বুজে বসো,
প্রকৃত অন্ধের ছদ্মবেশে আমাদের পাশে।
চোখের ভিতর মধু ধরো,
ওরা এসে বসুক চোখের মোমঘরে।
আমার না বলা কথা রক্তে মিশে গেছে
কথা বললেই রক্তপাত ঘটে যায়;
আর যারা ঘুমের ভেতর কথা বলে
অথবা সমুদ্রভ্রমণের স্বপ্নে পোশাকের সুতোয় লবণ
আর বালি নিয়ে আবার তলিয়ে যায়
নিজের ভেতর নিজে, ঘুমঘরের গভীরে,
তারাতো এই আহত রাত্রির বাতাসেও মোম জ্বেলে দেয়,
শোকগীতি গায়,
ঘরে ফেরে, কম কথা বলে,
মোজা খুলে পা'য়ে জমা সময়ের গন্ধের হিসেব বুঝে নেয়।
রাতের বিপন্ন সিঁড়ি বেয়ে এই অশূন্য আকাশ আরও উপরে উঠে গেছে,
প্রেম তারও অধিক দূরে যায়
আরও আরও নক্ষত্রের মতো দূরে দূরে তুমি আমি বসে আছি পাশাপাশি যেনো।
জাগিয়ো না,
ঘুমের ভেতর বুনোইঁদুরের রক্তমাখা পিচ্ছিল পা ভেঙে দিচ্ছে পিরামিড,
বলে দিচ্ছে ইতিহাসে না-লেখা হারানো কথা;
জাগিয়ো না,
মৃত্যুর শীতল সাদা ঘোড়া তাকেই উড়িয়ে নেবে;

এই স্বপ্নের বিস্তীর্ণ চিরহরিৎ মখমল ঘাসের নীরব বনে
এক ছোট্ট হ্রদের জলজ তলে আকাশ ঘুমিয়ে আছে,
যে ঘুম ভাঙাবে প্রবল প্রতাপে এই অনন্তের
সাদা ঘোড়া তাকেই উড়িয়ে নেবে।

কথা বললেই রক্তপাত ঘটে যায় গোপনে গোপনে
ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে যায় তরল উচ্চারণ
ঘুমের ভেতর মগজের উথাল-ইচ্ছার রক্তনদীর গভীরে
বাঁচিয়ে রেখেছো স্বপ্ন হাঙরের দাঁত;
স্বপ্ন দেখি,
স্বপ্ন দেখি আমার মাথার উপর এসে পড়ছে
পোড়া উল্কার পাথর,
আর পারদ জমছে মগজশিরায়;
একদিন তুমি করোটির হাড় পোশাকের মতো খুলে নিলে যৌনবোধে–
মগজের পরিবর্তে মাথায় ধারণ করে আছি
আয়না বসানো চকচকে গোল বল,
যা কিছু সত্য তমোহর এসে পড়ে এই গোলকধাঁধায়,
এই বদলে যাওয়া স্নায়ুর ঘন ফলকে
প্রতিফলন সূত্রে ফিরে যায়,
অনুভব করি আলো এসেছিল, আলো;

স্বপ্ন দেখি,
স্বপ্নে দেখি
এক বাইসন ডুবে যাচ্ছে মিসিসিরির চোরাবালুতে,
ওর নিঃশ্বাসের শীতল হাওয়ায় জমে যাচ্ছে বাতাসের সরুতল
কে যেনো রাত্রির বিষণ্নতা ছিঁড়ে
গ্রহণলাগা চাঁদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে
চকমকি পাথরের ফলা বসানো সুতীক্ষ্ণ তীর

তবে কার কথা লিখে রাখে ইতিহাসে,
কার!

না-ঘুমানো বিরক্ত মানুষ ডুবে যায়
ডুবতে ডুবতে পারদ নদীর অতল থেকে বাঁচতেই চায়,
অনন্ত প্লাবনে সাঁতারে সাঁতারে ভেসে যাওয়া হারানো হাত

আর ভাঙা বিক্ষত পা নিয়ে
হিমাঙ্ক শীতল কোনো অচিন শহরে
গুঁড়ো হাড়ের যন্ত্রণা নিয়ে সেই লিখতে বসে ইতিহাস;
কার কথা লিখে চলে।
ভেবেচিন্তে মুছে ফেলি পদছাপ, দেহছায়া

এভাবেই এক ছায়াদেবীর পিছু পিছু হারিয়ে গেলাম সবুজ ঘাসের বনে, ঐ ঝর্ণার তীরে পাথর যেভাবে বেড়ে ওঠে মাটির আড়ালে, বুকের ভিতর দিন দিন বেড়ে ওঠা জৈবপাথরের ভার নিয়ে আমি আর কত দূরেই বা যেতে পারতাম– পোশাকের উপর নিজেই নিজের ত্বক পরে নিচ্ছি; ফলে যতবার পোশাক বদল হয় ততবার এই চামড়াকে একবার ছিঁড়ে রক্তআঁঠায় শরীরের 'পর গেঁথে নিতে হয় একা একা। সমস্ত দেহেই ধারণ করেছি মন; আজ কোথায় আগুন, ব্যথা রেখে যাবো। আমাদের বাসনার ডানা, ব্যর্থহাড় ইঁদুরের মত উঠে এলো সোনালি ঘাসের, ফসলের মাঠে; পেশী আর হাড় গলছে ত্বকের গভীরে; এক কালো চামড়ার বল হয়ে ত্বকের উপর জন্ম দিচ্ছি লোম, গড়িয়ে চলেছি গভীর থেকে গভীর বনপথ আড়ালে আড়ালে; রক্তহাড়ের কুণ্ডলিত এই দেহ, এই কালোবল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে সবুজ ঘাসফড়িঙের ধারালো পা আর বনকুকুরের নাক। নলখাগড়ার বনের ভিতর ভেসে আছি গোপনে পালিয়ে।

ঝর্ণার কাছেই ছিল সাদা ময়ূরের উপত্যকা, আজ তারা পালকের রঙ ধুয়ে নিচ্ছে– বৃষ্টিজলে ভিজে গেছে কেকারব– আমিও দেখছি এই বনের জাদুখেলা; ভাঙা মৃৎপাত্রের উপর সেই ভাঙনের সুর ধুলোর মতো মলিন পড়ে আছে। মূলত ঐ সুর আজ লাল রঙের তরঙ্গ চুষে নেয় মাটির অতলে। প্রত্নফসিলের আত্মা হয়ে, তারা পাতালেই লাভার নদীর তীর ঘেঁষে ভেসে যেতে দেখেছিল সেই ডুবে যাওয়া বাইসন।

এই কি তবে না বলা প্রাক-ইতিহাস। স্বপ্ন বারবার ভরে ওঠে
পাপে, আসলে প্রতিটি অলস জীবন সত্যমিথ্যাহীন, নির্বাপিত,
পাপশূন্য। পাথরফুলের সৌরভ ভেসে আসছে ভোরের
বাতাসে।

কোনো আশা আজ আর আমাদের বাঁচিয়ে রাখে না।
এক রাত থেকে আরেক নিস্তব্ধ আধোঅন্ধকার ভোরে
বাতাস উড়িয়ে নিচ্ছে ধীরে ধীরে নক্ষত্র-পশুর চোখ

তবে দূরত্বই শেষ পরিমাপ
কেননা সূর্যের নিচে নিভে যায় আলোবর্ষ দীর্ঘ নক্ষত্রের পথ
যদিও তাদের ছিল দৃশ্যহীন বিভ্রান্ত ইথার সাঁতারের জ্ঞান
ছিল অধিক সচ্ছল কোনো যাত্রাপথের গতি

পারদ নদীর 'পর এত এত যুক্তিহীন নিরেট গোধূলি রক্ত!
আমি মৃত্যু প্রচারক ছাড়া আর কি বা হতে পারি
দেহের অধিক কোনো শূন্যতা লাফিয়ে নামছে ঝাঁকে ঝাঁকে
হাওয়ার বলের দিকে। এর অধিক আর কী বা।